কুষ্টিয়ায় নানাবাড়ি বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় পুকুরে ডুবে কণিকা (১০) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার মোড়াগাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কণিকা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কালীশংকরপুর গ্রামের বিপুল আলীর মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ঈদের ছুটি উপলক্ষে বাবা-মায়ের সঙ্গে সে মোড়াগাছা গ্রামে তার নানা আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

কণিকার মামা মিলন হোসেন জানান, ঈদের পরদিন তার বোন স্বামী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রোববার দুপুরে কণিকা ও প্রতিবেশী শিশু রবিন বাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পুকুরে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে কণিকা পানিতে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা রবিন বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানালে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরের গভীর থেকে কণিকাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সবুজ সায়েম জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। ফলে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ হয়নি।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

রিকশাচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৫ মে) দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল ইসলাম বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত জজ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে রেজাউল ইসলাম নিজ বাড়ির ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ফ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মাল্টিপ্লাগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে গোসলে নেমে ২ বন্ধুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে অপূর্ব ইফতি তাইফ (১৮) এবং সাকিবুল ইসলাম (১৯) নামে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গড়াই নদীর হরিপুর ব্রিজের নিচে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিক্ষার্থী অপূর্ব ইফতি তাইফ শহরের সাইফুল ইসলামের ছেলে এবং সাকিবুল ইসলাম নুরুল ইসলামের ছেলে। তারা দুজনই এ বছর এসএসসি

পরীক্ষায় অংশ নেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তাইফ দি ওল্ড কুষ্টিয়া হাই স্কুল এবং সাকিবুল কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে দুই বন্ধু গড়াই নদীতে গোসল করতে নামলে একপর্যায়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়।

বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াদুদ হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।’

ঝিনাইদহে ধান উড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী- স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামে ধান উড়ানোর ফ্যানে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার গাগান্না গ্রামের মজিবর খা (৫৫) ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন (৪০) ধান উড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্যানে সংযোগ দিতে যাচ্ছিল এসময় ফ্যানের পুরা বডিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় এসময় তার স্বামী ফ্যানের আঘাতে ছিটকে পড়লে স্ত্রী উদ্ধার করতে যায় এবস্থায় দুজনেই বিদ্যুতায়িত হয়ে এক সাথে মৃত্যু বরণ করেণ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার ভোরের কুয়াশা কাটার আগেই মাঠের সোনালী ধান পরিষ্কার করার জন্য মজিবর খান ঘরের বৈদ্যুতিক ফ্যানটি ঠিক করতে যান। কিন্তু তিনি জানতেন না, ওই ফ্যানে সমস্যা আছে। ফ্যানে হাত দেওয়া মাত্রই বিদ্যুতের তীব্র

আঘাতে ছটফট করে ওঠেন মজিবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর এই মরণ-চিৎকার শুনতে পান স্ত্রী মোমেনা খাতুন। চোখের সামনে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছটফট করতে দেখে মোমেনা আর নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেননি। কোনোরকম আত্মরক্ষার চিন্তা না করে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে স্বামীকে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তুস্বামীকে তো ফেরানো গেলই না, উল্টো সেই মরণ-ফাঁদ কেড়ে নিল মোমেনার প্রাণও। আর সেই শেষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই চিরতরে নিথর হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো এলাকা। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক ও বীভৎস মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে সন্তানরা। উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ধান আর তার মাঝে শুইয়ে রাখা বাবা- মায়ের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বুক ফাটানো আর্তনাদ”ও আব্বা, ও আম্মা, তোমরা কথা কও না কেন? আমাদের একা থুয়ে তোমরা একসাথে কই চলে গেলা!” সন্তানদের এই গগনবিদারী আহাজারিতে সেখানে উপস্থিত শত শত প্রতিবেশীর চোখ ফেটে জল নেমে আসে ।

সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে এক নিমেষে এক বুক বিষাদে পরিণত করে, সন্তানদের বুকে এক জনমের শূন্যতা এঁকে দিয়ে মজিবর ও মোমেনা চলে গেলেন এক অন্তহীন না ফেরার দেশে। গাগান্না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজ উনুন জ্বলেনি, বিষাদের এক কাল মেঘ যেন থমকে আছে পুরো জনপদ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন বিদ্যুস্পষ্টে আজ সকালে গাগান্না গ্রামের মজিবর খা ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছেন বলেন জেনেছি।

গাংনীতে চিকিৎসা নেয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হলো সাপে কাটা রোগীর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ত্রিশ বছর বয়সি কৃষক সেন্টু মিয়াকে গত ৯ মে বিকেলে ধান বাধায়ের কাজ করার সময় অচেনা এক বিষাক্ত সাপ তার ডান হাতে কামড় দেয়।

তাৎক্ষণিক মাঠে কর্মরত কৃষকরা সেন্টু মিয়া দেরি না করে দ্রুত নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে বলে।

পরিবারের দুজনকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেল যোগে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পরে আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দুদিন ধরে চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত ১৫ মে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পুনরায় গতকাল শনিবার সকালে সেন্টু মিয়ার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে স্থানীয় বামন্দী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক রক্তের পরিক্ষা দেয়।

পরে রক্তের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক জানান তার শরীরে থাকা রক্তে পয়জন আছে। পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে সেন্টু মিয়া মৃত্যু বরণ করে।

নিহত সেন্টু মিয়া কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়ার গ্রামের নজরুল ইসলামের পুত্র। এবং গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের রিনা খাতুনের সাথে বিবাহের পর থেকে শশুর বাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছেন।

নিহতের শ্যালক আজগর আলী বলেন,সেন্টু অর্থনৈতিক ভাবে খুব দরিদ্র হলেও মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলো। তার এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী রিনা খাতুনের এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি বাচ্চা প্রসব করবে। অথচ সেন্টু সবাইকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

জানি ডাক্তাররা রোগীকে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষ মুক্ত হয়েছে কিনা? তা পরিক্ষা না করে রিলিজ দেয়া ঠিক হয়নি। এই একটি বাচ্চা পৃথিবীতে আসার আগেও বাবা হারা হলো। এই দায় ডাক্তার সাহেব কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? আপনারাই বলেন।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে কলেজছাত্রীর মৃত্যু

দামুড়হুদায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আঞ্জুমান আরা (২১) নামের এক কলেজছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলার মোক্তারপুর ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আঞ্জুমান আরা দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের কুনিয়া চাঁদপুর মাদরাসাপাড়ার আয়নালের মেয়ে এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ইন্টার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

নিহতের খালাতো ভাই সোহাগ বলেন, খালাতো বোনকে নিয়ে তিনি মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ি থেকে মুন্সিপুরে নানির বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে মোক্তারপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শ্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ লাটাহাম্বারের সঙ্গে আঞ্জুমান আরার কাঁধে থাকা ব্যাগ আটকে যায়। এতে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে আঞ্জুমান আরাকে হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মোটরসাইকেল থেকে পড়ে মাথায়

গুরুতর আঘাত পাওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে।

দামুড়হুদায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পীরপুরকুল্লা গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে শহিদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের মাসিমুদ্দিনের ছেলে।

বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার পীরপুরকুল্লা মাঠে ধান গোছানোর কাজ করছিলেন শহিদুল ইসলাম। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করতে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষিকাজের জন্য মাঠে অবস্থানকালে আকস্মিক বজ্রপাতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামে গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোঃ রিদয় হোসেন
(২৮) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে|

সে সলেমানপুর দিয়াড়েপাড়ার রফিকুলের ছেলে| রিদয় মায়ের সাথে মামার

বাড়িতে থাকতেন| সোমবার (১১ মে) সকালে সলেমানপুর মল্লিক পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে|

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিদয় হোসেন সকালে হামিদ মল্লিকের একটি গাছে আম পাড়তে ওঠেন| আম পাড়ার একপর্যায়ে গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের ৩৩কেবি লাইনের তারের সাথে তার আম পাড়ার লগার স্পর্শ লাগে| এতে তিনি মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান|

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর ¯ ^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়|এর পর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়|

রিদয় হোসেনের এই অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে| স্থানীয়রা জানান, গাছের খুব কাছ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে|

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন| যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি চলছে|

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টিন মিস্ত্রির মৃত্যু, আহত নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে দোকানঘরে টিনের ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক টিন মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত এনামুল হক ওই গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। এদিকে, এনামুল হককে বাঁচাতে গিয়ে মনোয়ারা খাতুন নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মনোয়ারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাহারবাটি ক্লাবপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দিনমজুর এনামুল হক ক্লাবপাড়া এলাকায় মিঠুর দোকানে টিনের কাজ করছিলেন। এ সময় টিনের উপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।